বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
অবসর ভবন
৭৫/এ, রোড নং ৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন ঃ ৯১১৯২০৮, ৯১১৪৮৫৮।

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী ঃ

স্থান ঃ অবসর ভবন।
তারিখ ঃ ০৭ জুন, ২০১৮।
সময় ঃ পূর্বাহ্ন ১১.০০ ঘটিকা।
সভাপতি ঃ জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা।
সভাপতি, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি।

সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ

১.	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান	সহ-সভাপতি
২.	জনাব ইকরাম আহমেদ	সহ-সভাপতি
৩.	জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর	মহাসচিব
৪.	জনাব এ,কে, শামসুল হক	কোষাধ্যক্ষ
৫.	জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান	যুগ্ম-মহাসচিব
৬.	জনাব মোঃ মহসীন আলী সরদার (বীরপ্রতিক)	যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ
৭.	জনাব মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ	সহকারী মহাসচিব
৮.	জনাব এম মিজানুর রহমান	সদস্য
০৯.	জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন	সদস্য
১০.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	সদস্য
১১.	জনাব ফেরদৌস পারভীন	সদস্য
১২.	জনাব ম. হামিদ	সদস্য
১৩.	জনাব খান এম ইব্রাহীম হোসেন	সদস্য
১৪.	জনাব সামসাদ বেগম	সদস্য
১৫.	জনাব মোঃ ফজলুল হক	সদস্য
১৬.	জনাব ড. দীপক কান্তি চৌধুরী, (ডি কে চৌধুরী)	সদস্য
১৭.	জনাব সুলতানা মুজাদ্দিদা	সদস্য
১৮.	জনাব মোঃ মাহে আলম	সদস্য

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর নিম্নোক্তভাবে সভার কার্যক্রম পরিচালিত হয় ঃ

আলোচ্যসূচি- ১ ঃ প্রয়াত সদস্যগণের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত।

সভাপতির আহ্বানক্রমে পরিচালক (প্রশাসন) বিগত কার্যনির্বাহী কমিটির সভার পর যে সকল সদস্যের ইন্তেকালের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তাঁদের নাম সভায় পাঠ করে শুনান। অতঃপর তাঁদের ও জানা অজানা সকল পরলোকগত সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে সমিতির কোষাধ্যক্ষ জনাব এ কে শামসুল হক মোনাজাত পরিচালনা করেন।

আলোচ্যসূচি- ২ ঃ বিগত ৮ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বিগত ৮ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের মতামত আহ্বান করলে কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল হাই নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন ঃ

(ক) বিগত মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির দু'বছরের কার্যক্রমের একটি ধারণাপত্র অদ্যকার সভায় উপস্থাপিত হওয়া বাঞ্চনীয় ছিল;

(খ) গত সভায় অনুমোদিত উপ-কমিটিগুলো গঠনের পূর্বে কমিটিতে আলোচিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

উক্ত মতামতসহ উপস্থিত সদস্যগণ কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ৩ ঃ বিগত ৮ এপ্রিল,২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পর্কে পর্যালোচনা।

সভাপতির নির্দেশক্রমে সমিতির পরিচালক(প্রশাসন) বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিম্নোক্তভাবে সভায় উপস্থাপন করেন ঃ

(১) প্রয়াত সদস্যগণের পরিবারের নিকট শোক প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) সমিতির ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের আওতায় গঠিত উপ-কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে উপ-কমিটিসমূহের সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হয়েছে।

(৩) পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায্য দাবী-দাওয়া পূরণের লক্ষ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে বিগত ২০ মে, ২০১৮ তারিখ সমিতির সভাপতির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল তাঁর মন্ত্রণালয়ের কার্যালয়ে সাক্ষাৎপূর্বক দাবী-দাওয়া উপস্থাপন করেছে।

(৪) সমিতির পরলোকগত সদস্যদের নামের তালিকা আগামী বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

(৫) কেন্দ্রীয় সমিতির এককালীন জরুরী চিকিৎসা অনুদান প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ণের বিষয়টি কল্যাণ উপ-কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। কল্যাণ উপ-কমিটির সুপারিশসহ তা কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করা হবে।

(৬) সমিতির উন্নয়নের জন্য স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে চিকিৎসাকেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য উপ-কমিটির সুপারিশ অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

(৭) সমিতির তথ্য সম্বলিত ডাইরেক্টরী প্রণয়ণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(৮) বিভিন্ন উপ-কমিটির কর্মপরিধি ইতোপূর্বে প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে কতিপয় উপ-কমিটির নাম পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় কিছু সংশোধনপূর্বক কর্মপরিধি কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে।

উপস্থাপিত বাস্তবায়ন পরিস্থিতিতে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ৪ ঃ সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির ১০ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদন।

সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির ১০ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ সম্পর্কে মহাসচিব বলেন যে, বিগত বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৪ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে সুগন্ধা কমিউনিটি সেন্টারে সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহাসচিব সভাকে আরও অবহিত করেন যে উপ-কমিটির সভায় সদস্যদের দাবীর মুখে বাজেট বহির্ভূত ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকায় একটি অত্যাধুনিক হারমোনিয়াম (চেঞ্জার) ক্রয় করা হয়েছে। বাজেটের এই অতিরিক্ত অর্থ সংশোধিত বাজেটে সমন্বয় করা হবে। উপস্থিত সকলে বিষয়টি সমর্থন করে উপ-কমিটির উপস্থাপিত কার্যবিবরণী নিশ্চিত করেন।

আলোচ্যসূচি- ৫ ঃ পেনসনারস বেনিফিট উপ-কমিটির ২২ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদন।

আলোচ্য বিষয়ে সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, উপ-কমিটির উপস্থাপিত কার্যবিবরণীর সুপারিশের আলোকে পেনশনারদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে পেনশনারদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরী করা হয় এবং উক্ত প্রতিবেদনসহ অর্থমন্ত্রী, অর্থ প্রতিমন্ত্রী, অর্থ সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও সরকার গঠিত এ সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়েছে। অধিকন্তু জেলা শাখা সমিতিসমূহের সমস্যাদি অবহিত করার জন্য মন্ত্রিপারিষদ সচিবের সহিত সমিতির সহ-সভাপতি ও পরিচালক (প্রশাসন) সাক্ষাৎ করেছেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব সার্বিকভাবে পেনশনারদের সমস্যাদি নিরসনে তার সমর্থন থাকবে বলে আশ্বস্ত করেছেন। সমিতির পক্ষ হতে এ কার্যক্রম গ্রহণ করায় সন্তোষ প্রকাশ করে উপস্থাপিত কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ৬ ঃ <u>প্রকাশনা উপ-কমিটির ০৭ মে, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদন</u>।

মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর সমিতির প্রকাশনার বিষয়টি সভায় তুলে ধরে উল্লেখ করেন যে প্রতি বছর সমিতির তরফ হতে "অবসর জীবন" নামে দু'টি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। এ পর্যায়ে কমিটির সদস্য জনাব ম. হামিদ অভিমত ব্যক্ত করেন যে ম্যাগাজিনটির নাম পরিবর্তন করে অধিকতর সুন্দর প্রাণসঞ্চারী একটি নাম রাখা যেতে পারে। মহাসচিব জবাবে উল্লেখ করেন যে বিষয়টি প্রকাশনা উপ-কমিটিতে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং উপ-কমিটির মাধ্যমে কোন উপযুক্ত নাম আসলে তা বিবেচনা করা হবে। উপস্থিত সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল হাই মহাসচিবের নিকট জানতে চান যে, ত্রৈমাসিক পত্রিকা অবসর বার্তার ডিক্লারেশন পাওয়া গিয়েছে কীনা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে, জেলা প্রশাসক বরাবর এর জন্য আবেদন করা হয়েছে। জনাব মোঃ আব্দুল হাই বিষয়টি ত্বরান্বিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অতঃপর উপ-কমিটির উপস্থাপিত কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ০৭ ঃ <u>স্বাস্থ্য উপ-কমিটির ০৮ মে, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদন</u>।

স্বাস্থ্য উপ-কমিটির ০৮ মে, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ করা হয় ঃ

(ক) চিকিৎসা কেন্দ্রে একটি এক্সরে মেশিন স্থাপন;

(খ) বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় HBA1C ও PSA পরীক্ষা অন্তর্ভূক্তি;

(গ) নাক, কান, গলা ও ফিজিক্যাল মেডিসিন চিকিৎসকের ৫০/- টাকা ফি ০১ জুলাই, ২০১৮ হতে রহিত করা;

(ঘ) সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রে একজন নেফ্রোলজি ও একজন ইউরোলজি চিকিৎসক নিয়োগ করা;

উক্ত বিষয়ে সদস্যগণ বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জনাব মোঃ আব্দুল হাই সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের কোন লাইসেন্স নাই মর্মে উল্লেখ করে উহা গ্রহণের তাগিদ দেন। তার এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে পরিচালক (কার্যক্রম) সভাকে অবহিত করেন যে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে একটি পরিদর্শক টীম চিকিৎসা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছে। তবে এ সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। মহাসচিব সভাকে আশ্বস্ত করেন যে, এ বিষয়টি গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করে লাইসেন্স প্রাপ্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আলোচনা শেষে উপ-কমিটির বর্নিত সুপারিশসমূহ অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ৮ ঃ <u>কল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ কল্যাণ উপ-কমিটির চেয়ারম্যানের সুপারিশ ও প্রশাসনিক অনুমোদনক্রমে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা শাখাসমূহকে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ</u>।

কল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ কল্যাণ উপ-কমিটির চেয়ারম্যানের সুপারিশ ও প্রশাসনিক অনুমোদনক্রমে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা শাখাসমূহকে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে পরিচালক (কার্যক্রম) সভায় উপস্থাপন করে সভাকে অবহিত করেন যে, জেলা শাখা সমিতিসমূহ থেকে বিপুল সংখ্যক

সাহায্যের আবেদন পাওয়া যায় এবং সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এ কারনে পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে সুপারিশগুলো কার্যনির্বাহী কমিটির ২ মাস অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করতে হলে তাৎক্ষণিকভাবে জেলা পর্যায়ে দরিদ্র পেনশনারদের সাহায্যের অর্থ প্রেরণ বিলম্বিত হয়। কিন্তু সদস্যদের চাহিদার ব্যাপারে চাপ অব্যাহত থাকে। এই দিকটি বিবেচনায় রেখে মহাসচিব প্রস্তাব করেন যে, আবেদনসমূহ বাছাইঅন্তে কল্যাণ উপ-কমিটির চেয়ারম্যানের সুপারিশের আলোকে প্রশাসনিক অনুমোদন নিয়ে (মহাসচিব ও সভাপতির অনুমোদনক্রমে) বিগত বছরগুলোতে তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্যের অর্থ প্রেরণ করে সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য পেশ করে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। বাস্তবতা বিবেচনা করে এ বছরও কল্যাণ কার্যক্রমের সুপারিশকৃত অর্থ কল্যাণ উপ-কমিটির চেয়ারম্যানের সুপারিশ, মহাসচিব ও সভাপতির অনুমোদন গ্রহণপূর্বক যথাশিঘ্র প্রেরণ করে পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন নেয়ার পূর্বের পদ্ধতি অব্যাহত রাখার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। আলোচনাক্রমে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ৯ ঃ <u>নবনির্বাচিত ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির সময়কালীন বিভাগীয় প্রতিনিধি মনোনয়ন</u>।

এই আলোচ্যসূচির আওতায় মহাসচিব গঠনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করে আট বিভাগে নিম্নবর্ণিত ১০ (দশ) জন বিভাগীয় প্রতিনিধির নাম অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন ঃ

ক্রমিক নং	বিভাগ	নাম ও পরিচিতি
১.	ঢাকা - ০১	জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার শেখ সাধারণ সম্পাদক, গাজীপুর জেলা শাখা।
২.	ঢাকা - ০২	অধ্যাপক মোঃ ফজলুল হক চেয়ারম্যান, মানিকগঞ্জ জেলা শাখা।
৩.	ময়মনসিংহ	আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রাজ্জাক চেয়ারম্যান, জামালপুর জেলা শাখা।
৪.	চট্টগ্রাম - ০১	জনাব মোঃ আরফান আলী সাধারণ সম্পাদক, রাঙ্গামাটি জেলা শাখা।
৫.	চট্টগ্রাম - ০২	অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মুহাম্মদ রফিকউল্লা চেয়ারম্যান, নোয়াখালী জেলা শাখা।
৬.	খুলনা	খন্দকার মিজানুর রহমান সাধারণ সম্পাদক, ঝিনাইদহ জেলা শাখা।
৭.	রাজশাহী	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলী সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী জেলা শাখা।
৮.	বরিশাল	জনাব বেলায়েত হোসেন খান সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত), পিরোজপুর জেলা শাখা
৯.	সিলেট	অধ্যাপক মোঃ আব্দুল্লাহ সাবেক চেয়ারম্যান, হবিগঞ্জ জেলা শাখা।
১০.	রংপুর	জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন সাধারণ সম্পাদক, রংপুর জেলা শাখা।

জনাব মোঃ আব্দুল হাই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, যেহেতু বিভাগীয় প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত নন সেহেতু তারা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হতে পারেন না। সমিতির মহাসচিব গঠনতন্ত্রের ১৩ (খ) (২) ধারায় কার্যনির্বাহী কমিটিতে বিভাগীয় প্রতিনিধি সহযোজনের বিষয়টি উল্লেখ আছে মর্মে সভাকে অবহিত করলে জনাব মোঃ আব্দুল হাইয়ের আপত্তি উল্লেখসহ নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিতে ১০ জন বিভাগীয় প্রতিনিধির সহযোজন অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ১০ ঃ নবনির্বাচিত ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটিতে গঠনতান্ত্রিক বিধান মোতাবেক দু'জন সদস্য সহযোজন।

বিষয়টি কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে মর্মে সভাপতি উল্লেখ করলে এ ব্যাপারে আর কোন আলোচনা হয়নি।

আলোচ্যসূচি- ১১ ঃ সময়ের চাহিদা মোতাবেক সমিতির চাকরিবিধি, নিয়োগবিধি ও অর্গানোগ্রাম পুনর্বিন্যাস করা।

সমিতির মহাসচিব সময়ের চাহিদা মোতাবেক সমিতির চাকরিবিধি, নিয়োগবিধি ও অর্গানোগ্রাম পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, বাস্তবতার নিরিখে সমিতির উল্লেখিত বিধিসমূহ পূনর্বিন্যাস করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়োগ, বেতন ও বিধি উপ-কমিটির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত সুপারিশ কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়।

আলোচ্যসূচি- ১২ ঃ সমিতির জন্য ওয়েব সাইট খোলা সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বিষয়টি সমিতির পরিচালক (প্রশাসন) সভায় উপস্থাপন করে সকলকে অবহিত করেন যে, ওয়েবসাইট চালানোর মত দক্ষ জনবল সমিতিতে রয়েছে এবং ওয়েবসাইট খোলার জন্য প্রস্তাবটির ব্যয় হবে আনুমানিক ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা ও এর জন্য বার্ষিক নবায়ন ফি দিতে হবে ২,৯০০/- (দুই হাজার নয়শত) টাকা। এ অবস্থায় কমিটির সদস্য জনাব ম. হামিদ আলোচনায় অংশ নিয়ে অভিমত ব্যক্ত করে প্রাথমিকভাবে ডোমিনী স্থাপন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত ওয়েবসাইটে সংযোজন করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি- ১৩ ঃ সমিতির পুরাতন ভবনে বিদ্যমান ২০০ কে.ভি পোল মাউন্টেড ট্রান্সফরমার এর পরিবর্তে একটি নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

এ বিষয়ে সমিতির পরিচালক (প্রশাসন) একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যপত্র সভায় তুলে ধরে সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমান ট্রান্সফরমারটি অত্যন্ত পুরাতন হওয়ায় প্রায়ই অচল হয়ে পড়ে ও নিয়ত তা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারন হয়ে দাড়ায়। কমিটির তরফ হতে সকল সদস্য বিষয়টি উন্নয়ন উপ-কমিটির মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপনের অভিমত ব্যক্ত করেন।

আলোচ্যসূচি- ১৪ ঃ <u>সমিতির জানুয়ারী-মার্চ, ২০১৮ মাসের প্রাপ্তি ও প্রদান খাতের হিসাব বিবরণী পর্যালোচনা ও অনুমোদন</u>।

কার্যনির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ জনাব এ কে শামসুল হক সমিতির জানুয়ারী-মার্চ, ২০১৮ সময়ের প্রাপ্তি ও প্রদান খাতের হিসাব বিবরণী সভায় উপস্থাপন করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ১৫ ঃ <u>নূতন সদস্যভুক্তির আবেদনসমূহ বিবেচনা ও অনুমোদন</u>।

সমিতির পরিচালক (প্রশাসন) মোট ১০৬ জনের আবেদনের একটি তালিকা সভায় উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে জনাব মোঃ আব্দুল হাই উল্লেখ করেন যে, পূববর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদে সদস্যভুক্তির আবেদন যাচাই করার জন্য সদস্যভুক্তি বাছাই উপ-কমিটি ছিল এবং এ ধরনের বাছাই উপ-কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সদস্যভুক্তি চূড়ান্ত অনুমোদন আবশ্যক। সুতরাং তিনি উপস্থাপিত তালিকা অনুমোদনের আপত্তি উত্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে মহাসচিব বলেন যে, সদ্যবিদায়ী কার্যনির্বাহীর কমিটির আওতায় এ রকম কোন উপ-কমিটি ছিলনা। তবে তারও পূর্বের কার্যনির্বাহী কমিটিতে এ ধরনের একটি উপ-কমিটি ছিল। কিন্তু এ ধরনের উপ-কমিটির আর প্রয়োজনীয়তা নেই বিবেচনায় তা গঠন করা হয়নি। জনাব আব্দুল হাইয়ের আপত্তি উল্লেখ করে অন্যান্য সকল সদস্যদের সম্মতিক্রমে ১০৬ জন নতুন সদস্যকে সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ১৬ ঃ <u>সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল, ২০১৮ মাসের চিকিৎসা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন</u>।

সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল, ২০১৮ সময়ের চিকিৎসা প্রতিবেদন সম্পর্কে পরিচালক (কার্যক্রম) সকলের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করলে উহা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি- ১৭ ঃ <u>বিবিধ</u>।

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব ম. হামিদ উল্লেখ করেন যে, সমিতির নামফলকটি দৃশ্যমান নয় এবং সমিতি ভবনের সামনে একটি দৃশ্যমান নামফলক স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয় এবং এ ব্যাপারে সমিতির কার্যালয়ের প্রশাসনিক শাখাকে আশু কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ ও আসন্ন ঈদুল ফিতরের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর)	(আব্দুল্লাহ হারুন পাশা)
মহাসচিব	সভাপতি